উন্নত পদ্ধতিতে করলা চাষ

১. ফসলঃ করলা (Bitter gourd)

স্বাদে তিক্ত হলেও বাংলাদেশের সকলের নিকট এটি প্রিয় সবজি। এর অনেক ঔষধি গুন আছে। এর রস ডায়াবেটিস, চর্মরোগ, বাত, হাপানী প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এতে অনেক খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে।

২. উন্নত জাত সমূহঃ

জাতের নাম	সংস্থা/কোম্পানীর নাম	বীজ বপনের উপযোগী সময়
গজ করলা	বিএডিসি	ফেব্রুয়ারী-মে
বারি করলা-১	বিএআরআই	ফেব্রুয়ারী-মে
হাইব্রীড করলা সেরা	জননী বীজ	ফেব্রুয়ারী-মে
হাইব্রীড করলা হীরক	মলি- কা সীড কো. (MSC)	সারা বছর
হাইব্রীড করলা দোয়েল	আফতাব বহুমুখী ফার্মস লি: (AMFL)	মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য ডিসেম্বর ব্যতিত সরা বছর চাষ করা হয়। তবে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বীজ বপনের ভালো সময়
হাইব্রীড করলা প্রাচী	বেজো শীতল সীডস (বাংলাদেশ) লি: (BCSBL)	সারা বছর
হাইব্রীড করলা পাপিয়া	এসিআই বীজ (ACI)	শীতকাল ব্যতিত প্রায় সারা বছরই চাষ করা হয়
হাইব্রীড করলা গ্রীন রকেট	নামধারী মালিক সীডস (NMS)	--
হাইব্রীড করলা শক্তিমান	নামধারী মালিক সীডস (NMS)	--
হাইব্রীড করলা বীরউত্তম	নামধারী মালিক সীডস (NMS)	--
হাইব্রীড করলা রাজা	ইউনাইটেড সীড ষ্টোর (USS)	--
হাইব্রীড করলা টাইগার	পাশাপাশি সীড কো:	পৌষ ব্যতিত প্রায় সারা বছরই চাষ করা হয়

৩. উপযোগী জমি ও মাটিঃ

সব রকম মাটিতেই করলার চাষ করা যেতে পারে। তবে পানি জমেনা, জৈব সার সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে।

৪. বীজঃ

- ভালো বীজ নির্বাচনঃ
  সাধারনত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ভালো বীজ নির্বাচনে সহায়ক -
- ✓ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট হতে হবে।
- ✓ সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।

বিশেষ পরামর্শ: ব্যাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এবং ভালো সুষ্ঠ বীজ নির্বাচনের জন্য কৃষক, নমুনা বীজ মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে বীজ গজানোর হার ৮০% এর বেশী হবে।

- বীজের হারঃ করলার জন্য বিঘা প্রতি ৯০ গ্রাম ১.০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
- বীজ শোধনঃ ভিটাভেক্স ২০০ / টিলট অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

৫. জমি তৈরীঃ

- জমি চাষঃ প্রথমে জমি ভাল করে আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে সমতল করে নিতে হয় এবং সেচ দেবার এবং অতিরিক্ত পানি সুনিষ্কাশনের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে কয়েক ভাগ করে নিতে হবে।

৬. বপন ও রোপন এর পদ্ধতিঃ

- বপন ও রোপন এর সময়ঃ সাধারনত ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাসে চাষ করা হয়ে থাকে। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
- মাদা তৈরীঃ করলার বীজ সরাসরি মাদায় (দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ১৫ ইঞ্চি, গভীরতা ১৫ ইঞ্চি) বোনা যেতে পারে এবং মাদার দূরত্ব ২ মিটার ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫-২ মিটার এবং প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২-৩ টি বীজ বপন অথবা পলিব্যাগে উৎপাদিত ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে।

৭. সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে (প্রতি মাদায়)	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর(প্রতি মাদায়)	চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর(প্রতি মাদায়)	চারা রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর(প্রতি মাদায়)	চারা রোপনের ৭০-৭৫ দিন পর(প্রতি মাদায়)	সারের উৎস
পচা গোবর	২০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-	
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	-	-	-	-	
ইউরিয়া	-	-	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	
এমপি	২০০ গ্রাম	২০ গ্রাম	১৫ গ্রাম	-	-	-	
জিপসাম	৪০০ গ্রাম		-	-	-	-	
দস্ড্র সার	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-	
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-	
ম্যাগনেশিয়াম	-	৫ গ্রাম	-	-	-	-	

৮. আগাছা দমনঃ

- সময়ঃ মাদাতে অথবা এর চার পাশে আগাছা হলে তা দমন করতে হবে।
- দমন পদ্ধতিঃ নিড়ানীর সাহয্যে আগাছা দমন করতে হবে।

৯. সেচ ব্যবস্থাঃ

- সেচের সময়ঃ মাদা ও মাদার চার পাশের মাটি শুকায়ে গেলে সেচ দিতে হবে।
- সেচের পরিমাণঃ কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে পরিমিত মাত্রায় সেচ দিতে হবে।
- নিষ্কাশনঃ কোন অবস্ড্রতেই গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকতে দেয়া যাবেনা।

১০. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
রোগের নাম- পাউডারী মিল্ডিউ লক্ষণ- পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ড় লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে এমনকি সম্পূর্ন গাছ মরে যায়। 	১. জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। ২. আক্রান্ড় পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা। ৩. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
	এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি ৭০-৭৫ এম.এল / বিঘাতে(৩৩ শতাংশ) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
	হেকোনাজল ৫ ই সি ২০০ মি লি প্রতি একরে (১ মিলি/ ১ লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে।	পদ্মাওয়েল কো. লি.
রোগের নাম- ডাউনি মিল্ডিউ লক্ষণ- এর জন্য গাছের পাতা ধূসর হয়ে যায়। পাতায় সাদা পাউডার দেখা যায় 	১. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
পোকার নাম- মাছি পোকা ক্ষতির ধরন-১. স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ২. ডিম ফুটে কীড়াগুলো বের হয়ে ফলের শাস খায় এবং ফল পচে যায় ও অকালে ঝরে পড়ে। 	১. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ২. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
পোকার নাম- পামকিন বিটল ক্ষতির ধরন- পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা ছিদ্র করে খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে। 	১. আক্রান্ড় গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। ২০-২৫ দিন চারা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। ২. কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২.৫ গ্রাম বাসুডিন-১০ জি মিশিয়ে দিয়ে তারপর সেচ দিতে হবে। ৩. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
	টিডো ২০ এস.এল-৫০-৫৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
পোকার নাম- জাব পোকা ক্ষতির ধরন- পূর্ণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে দূর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়।	১. আক্রান্ড় পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা। ২. একতারা ২৫ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৩. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।	সিনজেনটা
	টিডো ২০ এস.এল-১০০-১০৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই

১১. বিশেষ পরিচর্যাঃ

বাউনী দেয়া করলার প্রধান পরিচর্যা। চারা ১২-১৫ ইঞ্চি উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে । বাউনী দিলে ফলন বেশী ও ফলের গুনগত মানও ভালো হয়।

নীচে বিভিন্ন রকম বাউনী দেয়া পদ্ধতি দেখানো হলোঃ

১২. ফসল কাটাঃ

- সময়ঃ করলা হতে প্রায় ২ মাস লেগে যায় অর্থাৎ স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়।
- পদ্ধতিঃ সাধারনত হাত দিয়ে ধারালো ছুরি দারা করলা ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে হয়।

১৩. পরিবহণ ব্যবস্থাঃ

- পরিবহণ পদ্ধতিঃ ফসল সংগ্রহের পর প্রথমে ডালিতে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর করলা সাজায়ে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না পরে।
- পরিবহণের মাধ্যমঃ সাধারনত ঝুড়ি / ডালিতে করে পরিবহন করা হয় তবে বেশি আকারে হলে পিক-আপ /ট্রাকের মাধমেও পরিবহন করে যায়।

১৪. প্যাকেজিংঃ

- প্যাকেজিংপদ্ধতিঃ প্যাকেজিং এর জন্য ফুড রেপিং পেপার, পেরফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প-াস্টিক কেস, ব্যবহার করা জেতে পারে।

১৫. সংরক্ষণঃ

- স্বল্প পরিসরেঃ সাধারনত ৩-৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

১৬. বাজারজাত ব্যবস্থাঃ

- বাজার ব্যবস্থাঃ পার্শবর্তী কোনো হাট-বাজারে বিক্রয় করতে পারেন।

১৭. তথ্যের উৎসঃ

AIS, BARI, কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, ekrishok.com, krishitey.com

১৮. সর্বশেষ সংযোজন (তারিখ):

July, 2014